রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ১১, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ২০১১/২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৮ ডিসেম্বর, ২০১১ (২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ২৩ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) উপ-ধারা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘঘ) "জেলা কমিটি" বা "কেন্দ্রীয় কমিটি" অর্থ ধারা ৯গ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি বা ধারা ৯ঘ এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি;";

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(খ) উপ-ধারা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ড) 'মালিক' অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor in interest), বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন;";

(গ) উপ-ধারা (ণ) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (ত) ও (থ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ত) 'ক' তফসিল-এই ধারার (ঞ) এবং (ট) উপ-ধারায় বর্ণিত সম্পত্তি;

(থ) 'খ' তফসিল- 'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বলিতে এই ধারা 'ক' ও 'খ' উপ-ধারায় বর্ণিত সম্পত্তি এবং কোন তালিকামূলে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে বা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে কিন্তু 'ক' তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ সম্পত্তি।"।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর শেষ পঙ্‌ক্তিতে অবস্থিত "অব্যাহতভাবে" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ কার্যকর হইবার ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী 'ক' ও 'খ' তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির মৌজা ভিত্তিক জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

(২) উক্ত তালিকায় মৌজা-ওয়ারী (ক) ও (খ) তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমনঃ–উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ, ইত্যাদি) তথ্যাদি থাকিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৬) এই ধারার অধীনে 'ক' ও 'খ' তফসিলে বর্ণিত এবং গেজেটে প্রকাশিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।"।

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনে নূতন ধারা ৯ক, ৯খ, ৯গ এবং ৯ঘ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক, ৯খ, ৯গ এবং ৯ঘ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৯ক। অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত বিধান।—(১) ধারা ৯ এর অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রকাশিত 'খ' তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবী করিলে তিনি তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদিসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতির বরাবরে অথবা ট্রাইব্যুনালে উক্ত সম্পত্তির অবমুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যে সম্পত্তি নিয়া ট্রাইব্যুনালে আবেদন পেশ করা হইবে সেই সম্পত্তি নিয়া কমিটিতে আবেদন করা যাইবে না। একই সম্পত্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রাইব্যুনাল ও কমিটিতে আবেদন পেশ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে কমিটি আবেদন বা আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিবে, আবেদনকারীদের শুনানি গ্রহণ করিবে এতদসংক্রান্ত সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করিবে, প্রয়োজনবোধে কমিটি স্বয়ং বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত করিবে; এবং তৎপ্রেক্ষিতে লিখিত মতামত ও সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) জেলা কমিটির প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে জেলা কমিটির প্রদত্ত মতামত/সুপারিশে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ৯গ এর অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রাপ্ত আপীল আবেদনসমূহ কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ এই আইনের ১৯ ধারায় গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৯খ। জেলা কমিটি।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা রেজিস্ট্রার;

(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনাকারী একজন আইনজীবী;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক ২(দুই) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে একজন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার স্বার্থ সংশ্লিষ্টগণের (Stake holder) মধ্য হইতে হইবে; এবং

(ঙ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন স্থানীয় সংসদ-সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

৯গ। কেন্দ্রীয় কমিটি।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অ্যাটর্নী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন কর্তৃক মনোনীত জেলা রেজিস্ট্রার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট একজন উপ-সচিব;

(চ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক ২(দুই) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে একজন অবশ্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্টগণের (Stake holder) মধ্য হইতে হইবে; এবং

(ছ) যুগ্ম-সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ভূমি মন্ত্রী এবং ভূমি প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

৯ঘ। জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান।—জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, উহার কার্যাবলী, ধারা ৯ক (৩) এর অধীনে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।”।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৮) এর (ঘ) প্যারার পরিবর্তে নিম্নরূপ (ঘ) প্যারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে আবেদনকারী—

(অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; এবং

(আ) Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;।"

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শতাংশে উল্লিখিত "৬৭" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৬৯" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০(৮) এ উল্লিখিত বিষয় এবং ট্রাইব্যুনালের রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা বা ধারা ৯গ এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় কমিটির রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল বা কেন্দ্রীয় কমিটি কোন আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচ করিয়া থাকিলে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত রহিত করিলে আবেদনটির উপর শুনানির জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।"।

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর চতুর্থ লাইনের প্রথমে উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনালের" শব্দটির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও কেন্দ্রীয় কমিটির" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ, দুইবার, উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে উভয় স্থানে "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল"শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**২৬। অ-দাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।**—(১) ধারা ৯ অথবা ধারা ১০ এর অধীনে আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে, বা ধারা ৯ বা ধারা ১০ এর অধীনে দাবী প্রমাণিত না হইলে উল্লিখিত অর্পিত সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি সরকার বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা সরকারের বিবেচনামতে যে কোনভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।"।

১৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**২৭। ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।**—(১) ধারা ২৬ এর অধীনে 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যে হোল্ডিং/খতিয়ানভুক্ত সেই হোল্ডিং/খতিয়ানের যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার (co-sharer) , যদি থাকে, তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশীদার না থাকিলে যিনি বিক্রয়ের পূর্বে ইজারাসূত্রে ভোগদখলভুক্ত ছিলেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

(২) ধারা ২৬ এর অধীনে 'খ' তফসিলে বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে যিনি বিক্রয়ের বা ইজারার অব্যবহিত পূর্বে ভোগদখলে ছিলেন তিনি দখলকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীনে ক্রয়কৃত সম্পত্তি কৃষি জমি হইলে উহার ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি প্রযোজ্য হইবে।"।

১৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "এই আইনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে, এই আইনের" শব্দগুলি, সংখ্যা, কমা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

> "৩১। **বিচারিক কার্যক্রম।**—এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা জেলা কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম Penal Code (XLV of 1860) এর Section 228 এ উল্লিখিত বিচারিক কার্যক্রম (Judicial Proceeding) ও Code of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898)-এর Section 480 তে উল্লিখিত Civil Court এর কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে।"।

১৬। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর "সরকারি তহবিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd